একক ১০ ❑ পাঠক্রমের মূল্যায়ন (Evaluation of Curriculam)

গঠন

১০.১ সূচনা

১০.২ উদ্দেশ্য

১০.৩ পাঠক্রমের মূল্যায়নের ধারণা

১০.৪ পাঠ্যক্রম মূল্যায়নের প্রকার ভেদ

১০.৪.১ ক্রমিক মূল্যায়নের ধারণা

১০.৪.২ ক্রমিক মূল্যায়নের ধাপ

১০.৪.৩ ক্রমিক মূল্যায়নের গুরুত্ব

১০.৪.৪ ক্রমিক মূল্যায়নের অসুবিধা

১০.৪.৫ অন্তিম মূল্যায়ন কী

১০.৪.৬ অন্তিম মূল্যায়নের সুবিধা

১০.৪.৭ অন্তিম মূল্যায়নের অসুবিধে

১০.৫ উপসংহার

১০.৬ প্রশ্নাবলি

১০.১ সূচনা (Introduction)

পাঠক্রম হল একটি পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা। এই পরিকল্পনার ছক অনুযায়ী শিক্ষার সমস্ত কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়। সুতরাং পাঠক্রমের গুণমান ও শিক্ষার গুণমান সমার্থক। তাই পাঠক্রমের মূল্যপত্র হওয়া প্রয়োজন।

পাঠক্রম রচনার কাজটি একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। তাই তার মূল্যায়ন কখন হবে? প্রয়োগের আগে না পরে? এই নিয়ে নানা মতবাদ আছে। এর উত্তরে বলা প্রয়োজন উভয় পর্যায়েই হওয়া প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে দু রকম মূল্যায়নের কথা বলা হয়ে থাকে। এগুলো হল—(১) ক্রমিক মূল্যায়ন ও (২) অন্তিম মূল্যায়ন। এই অধ্যায়ে পাঠক্রমের এইসব মূল্যায়নের ছবি তুলে ধরা হয়েছে।

১০.২ উদ্দেশ্য (Objectives)

এই এককটি পাঠ করে, শিক্ষার্থীরা—

- পাঠক্রমের মূল্যায়নের ধারণা ব্যাখা করতে পারবেন।
- পাঠক্রম মূল্যায়নের প্রকারভেদ—ক্রমিক মূল্যায়ন ও অন্তিম মূল্যায়ন সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করতে পারবেন এবং প্রয়োগ করতে পারবেন।

১০.৩ পাঠক্রমের মূল্যায়নের ধারণা (Concept of Evaluation of Curriculum)

পাঠক্রমের মূল্যায়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। এর উদ্দেশ্য হল পাঠক্রমের উদ্দেশ্য ও প্রতিটি পর্যায়ের গুণমান নির্ণয় করা। মূল্যায়নের ভিত্তিতে সামগ্রিকভাবে পাঠক্রমের পরিকল্পনা, উদ্দেশ্য, বিষয়বস্তু পদ্ধতি ও শিক্ষার্থীর মূল্যায়নের বিভিন্ন দিকে ভাল-মন্দ, গুণাগুণ, সাফল্য ও ব্যর্থতা জানা যাবে এবং সেই অনুযায়ী পরিমার্জনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাবে।

মূল্যায়ন শব্দের অর্থ একটি নির্দিষ্ট বা নিরূপিত গুণমানের পরিপ্রেক্ষিতে সম-চরিত্রের অপর একটি বস্তু বা ব্যক্তির গুণমানের মূল্য নির্ধারণ (পরিমাপের ভিত্তিতে)। তাই মূল্যায়নকে জানতে হলে মূল্যায়নের সাথে পরিমাপের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য জানা প্রয়োজন। কারণ এরা দুজনেই পাঠক্রমের গুণমান নির্ণয়ে ওতপ্রতো ভাবে জড়িত থাকে।

আন্তর্জাতিক শিক্ষা অভিধানে (১৯৭৭) মূল্যায়ন প্রসঙ্গে বলা হয়েছে পর্যাবেক্ষণের ভিত্তিতে মূল্য বিচার করা। পাঠক্রমের মূল্যায়ন বলতে বোঝায় ধারাবাহিক ভাবে ক্রমাগত (qualitative) ও পরিমাণগত (quantitative) তথ্য সংগ্রহ করে ও তার বিশ্লেষণ করে পাঠক্রমের সম্বন্ধে পরিবর্তনশীল ও নমনীয় সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া। এই সিদ্ধান্ত পরিবর্তনশীল কারণ সংগৃহীত তথ্যের পরিপ্রেক্ষিতে পাঠক্রমের একটি পর্যায় থেকে অন্য পর্যায়ের পরিবর্তনের মান ও দিক্ নির্দেশিত হতে পারে। আর এই সিদ্ধান্তের জন্য যে পরিমাণগত তথ্যের প্রয়োজন তার উৎস হল পরিমাপ।

সাধারণভাবে মূল্যায়ন হল একটি সামগ্রিক ধারণা আর পরিমাপ হচ্ছে একটি আংশিক ধারণা অর্থাৎ তার উপর কোন অভীক্ষা প্রয়োগ করে পাঠক্রমের পর শিক্ষার্থীর জ্ঞানের পরিমাণ মাপ করা। কিন্তু মূল্যায়নের ক্ষেত্রে পাঠক্রমের সমস্ত বৈশিষ্ট্য—যেমন লক্ষ্য, বিষয়, পদ্ধতি ও ছাত্রের অর্জিত জ্ঞানের পরিমাণ ইত্যাদি সবই জানা যায়।

১০.৪ পাঠক্রমে মূল্যায়নের প্রকারভেদ (Types of Curriculum Evaluation)

পাঠক্রম রচনা ও পরিবর্তনের ক্ষেত্রে মূল্যায়ন দু রকমের হয়ে থাকে—(১) ক্রমিক মূল্যায়ন এবং (২) অন্তিম মূল্যায়ন।

১০.৪.১ ক্রমিক মূল্যায়নের ধারণা (Concept of Formative Evaluation)

কোন পাঠক্রমের পরিকল্পনা ও তা রূপায়ণের নানা পর্যায়ে পাঠক্রমকে উন্নত ও ত্রুটি মুক্ত করার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধনের জন্য ধারাবাহিক বা ক্রমিক মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে। আসলে যখন শিক্ষা প্রক্রিয়া চলাকালীন প্রতিটি পর্যায়ে পাঠক্রমের গুণমান বিচার করার মধ্য দিয়ে উৎকর্ষতা বৃদ্ধি ও উন্নয়ন ঘটানোর চেষ্টা করা হয় তখনই থাকে, ফলে formative evaluation বা ক্রমিক মূল্যায়ন। পাঠক্রম নির্মাণ (formation) হবার সময় স্তরে স্তরে এই মূল্যায়ন প্রক্রিয়া চলে। আর ক্রমিক মূল্যায়ন কথাটির অর্থ হল পাঠক্রম প্রস্তুতির প্রত্যেক ধাপে গুণমান বিচার করা।

এই প্রক্রিয়া বুঝতে পাঠক্রম রচনার প্রত্যেকটি ধাপের কথা মাথায় রেখে মূল্যায়নের লক্ষ্য স্থির করা হয়। প্রতিটি ধাপ বা পর্যায় অনুযায়ী মূল্যায়নের লক্ষ্য ও প্রক্রিয়া নির্ধারণ করা হয়। নীচে তা আলোচনা করা গেল।

১০.৪.২ ক্রমিক মূল্যায়নের ধাপ ঃ

প্রথম ধাপ ঃ এই ধাপে মূল্যায়নের লক্ষ্য হচ্ছে পাঠক্রমের যে ভিত্তি স্থির কথা হয়ে তা যথার্থ কি-না ? এই পর্যায়ে মূল্যায়ন করার সময় মনে রাখতে হবে পড়ুয়াদের শারীরিক ও মানসিক স্তর কেমন ? পড়ুয়া যে স্তরে আছে সেখানে সামাজিক না শারীরিক কোন ধরনের বিকাশে গুরুত্ব দেওয়া হবে ? কোন মতবাদের ভিত্তি অর্থাৎ পাঠক্রমের দার্শনিক, ভিত্তি হিসেবে ভাববাদ, প্রয়োগবাদ বা প্রকৃতিবাদের কি সে গুরুত্ব হবে ? পাঠক্রমে জ্ঞান, আবেগ ইত্যাদি কোন বিষয়ে অধিক জোর দেওয়া হবে ইত্যাদি। অর্থাৎ পাঠক্রমের নানা ভিত্তির গুণাগুণ বিচার এই স্তরের মূল্যায়নের প্রধান লক্ষ্য।

দ্বিতীয় ধাপ ঃ প্রথম স্তরের মূল্যায়নে প্রাপ্ত ভিত্তি সমূহের মধ্যে যেগুলি গুণমানে সঠিক বিবেচিত হয় সেগুলির দ্বিতীয় স্তরের মূল্যায়ন পর্ব চলে।

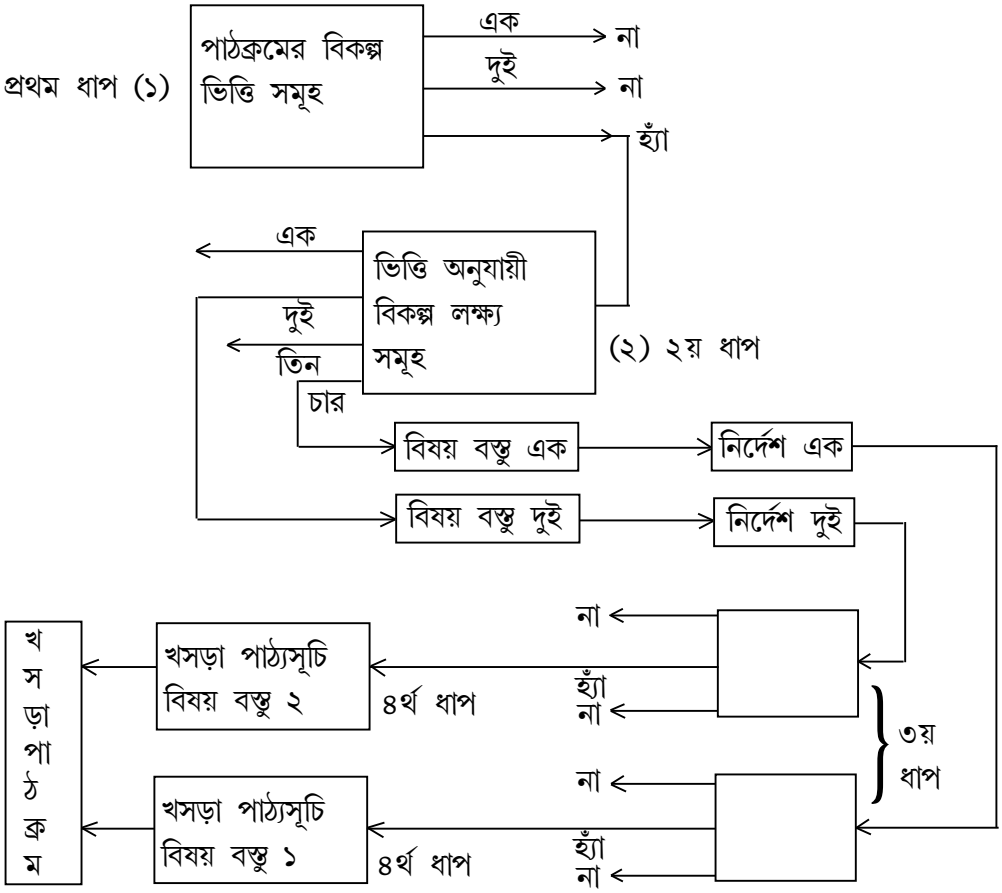

ছক ১০.১ ঃ ছকের সাহায্যে ক্রমিক মূল্যায়নের ধাপ দেখানো হল—

প্রথম ধাপের মূল্যায়নের মাধ্যমে বিবেচিত ভিত্তিগুলিকে নিয়ে মূল্যায়ন এখানে হয়। প্রথম স্তরের ধারণার উপর ভিত্তি করে পাঠক্রমের বৃহত্তর ও সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য গুলি স্থির করা হয়। বিকল্প ভিত্তিগুলির মধ্যে যেগুলি সঠিক গুরুত্বপূর্ণ সেই অনুযায়ী পাঠক্রমের নানান বিকল্প লক্ষ্য গুলিকে দেখা হয়। এই স্তরের চিহ্নিত ৪/৫টি লক্ষ্যের মধ্যে কোনটি বেশি গুরুত্ব পূর্ণ সেগুলি মূল্যায়নের ভিত্তিতে চিহ্নিত করে পরবর্তী স্তরে বিষয় নির্ধারণের জন্য বেঁছে নেওয়া হয়।

তৃতীয় ধাপ ঃ পূর্ববর্তী ধাপে চিহ্নিত লক্ষ্য অনুযায়ী কি ধরনের বিষয়বস্তু নির্ধারণ হবে তা আগে জেনে নিতে হবে। আর দেখতে হবে পড়ুয়া ও সময়কাল অনুযায়ী তার উপযোগিতা কতটা? তারই

ভিত্তিতে এই পর্যায়ে বিষয়বস্তুর মূল্যায়ন হয় এবং নির্দেশদানের জন্য কতটা যুক্তিযুক্ত তা বিচার করা হয়।

চতুর্থ পাঠ ঃ পাঠক্রমে প্রয়োগের জন্য নির্দেশদান কর্মসূচি মূলত বিষয়বস্তু নির্বাচনের উপর নির্ভরশীল। যদি পূর্বোক্তস্তরে প্রথাগত ইতিহাস পাঠে গুরুত্ব দেওয়া হয় তবে তারই সহায়ক বিষয়বস্তু—পঠন পাঠনে গুরুত্ব পাবে। আর যদি ইতিহাস পাঠের সাথে অঙ্কের বিষয়ের গুরুত্ব দেবার কথা পূর্ববর্তী স্তরে গুণমানের বিচারে উল্লেখিত হয়, তা হলে তাও এই স্তরে নির্দেশ ও বিন্যাসের জন্য গুরুত্ব পাবে। ক্রমিক মূল্যায়নের ভিত্তিতে এইসব নির্দেশ এর কার্যকারিতা প্রয়োজনীয়তা পরিবর্তন ও সংশোধন করা যেতে পারে।

পঞ্চম ধাপ ঃ একটি বৃহত্তর বিষয় যেমন—অঙ্ক, বিজ্ঞান, ভূগোল, ইতিহাস ইত্যাদি নির্বাচিত হবার পর বিষয় বস্তুর বিন্যাস একটি গুরত্ব পূর্ণ কাজ। এই বিষয়গুলি বিন্যাস করার পর সার্বজনীন বলে মনে হবে ; সেক্ষেত্রেও অনেক সময় পুনর্বিচার করা প্রয়োজন বলে মনে হতে পারে। এই স্তরে অনেক গুলি সম্ভাব্য বিন্যাসের মধ্যে সবচেয়ে বেশি উপযোগী কোনগুলি তা মূল্যায়নের মাধ্যমে এই স্তরে ঠিক হয়। তার পর খসড়া পাঠক্রম প্রস্তুত হয়।

১০.১ ছকে এই স্তর গুলি দেখানো হয়েছে।

ক্রমিক মূল্যায়ন এখানেই শেষ নয়। এই মূল্যায়নের সময় পরিকাঠামো ও শিক্ষকের যোগ্যতা বিচার্য।

পরিকাঠামো ঃ শিক্ষার ক্ষেত্রে পাঠক্রমের প্রয়োজনে কিছু কিছু পরিকাঠামো গড়ে ওঠে। যেমন বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য চাই উপযুক্ত পরীক্ষাগার। তাই পাঠক্রম প্রস্তুতির সময় দেখে নিতে হয় পাঠক্রমের সহায়ক পরিকাঠামো ও সম্পদ আছে কিনা। যদি পাঠক্রমটি কম্পিউটার ভিত্তিক হয়, তা হলে তার বিদ্যালয়ে কম্পিউটার আছে-কি-না বা তা সংগৃহীত হতে পারে কি-না এই বিষয়টি বিচার্য। মূল্যায়নের সময় বিদ্যালয়ের অবস্থান, স্থান, পরীক্ষাগার, পাঠাগার, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি সকল বিষয়ের মূল্যায়ন হওয়া প্রয়োজন।

শিক্ষক ঃ পাঠক্রম রচনা মুলত শিক্ষকরাই করেন। কিন্তু সমস্ত শিক্ষককে এই কাজে সামিল করা সম্ভব নয়। তবে পাঠক্রমের কার্যকরী রূপ প্রধানতঃ শিক্ষকের সক্রিয় অংশ গ্রহণ, আগ্রহ ও দক্ষতার উপর নির্ভরশীল। তাই মূল্যায়নের সময় শিক্ষকদের প্রতিন্যাস (Attitude), যোগ্যতা, ইচ্ছে ইত্যাদির তথ্য গ্রহণ করা দরকার।

আর্থ সামাজিক চাহিদা ঃ পাঠক্রম মূল্যায়নের সময় আর্থ-সামাজিক চাহিদা ও বৃত্তির ক্ষেত্রে-এর উপযোগিতা সম্বন্ধে আগাম তথ্য গ্রহণ করার প্রয়োজন। তাছাড়া পাঠক্রমের মধ্যে বৃত্তির চাহিদা ও মৌলিক জ্ঞানের মধ্যে সামঞ্জস্যের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রেখে পাঠক্রম প্রস্তুতির দিকে নজর দেওয়া এই মূল্যায়ন স্তরেই হয়ে থাকে।

পরিশেষে বলা যেতে পারে যে, এই ক্রমিক মূল্যায়ন প্রক্রিয়াটি পাঠক্রম রচনার প্রথম প্রয়াস থেকে কার্যকরী পূর্ণাঙ্গ রূপায়ণ স্তর পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে চলতে থাকে।

১০.৪.৩ ক্রমিক মূল্যায়নের গুরুত্ব (Importance of Formative Evaluation) ঃ

সংক্ষেপে মূল্যায়নের গুরুত্ব নীচে আলোচনা করা হল ঃ

(১) ক্রমিক মূল্যায়ন প্রতিটি ধাপে পর্যবেক্ষণ করে পাঠক্রমকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দিতে ত্রুটিমুক্ত করতে সাহায্য করে।

(২) মূল্যায়ন প্রক্রিয়া পাঠক্রমের গুণাগুণ সম্বন্ধে আগাম ধারণা দিতে পারে।

(৩) পরিকাঠামো ও প্রয়োগ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট নির্দেশ থাকায় পাঠক্রম রচনাকালীনই এর প্রস্তুতি পর্ব শুরু হতে পারে।

(৪) শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ও মানসিক প্রস্তুতির অনেক আগে থেকে শুরু করা যায়।

(৫) পাঠক্রমের ভবিষ্যত পরিণতি ও অন্য পাঠক্রমের সাথে এর তুলনামূলক গুণমান ধারণা করা যায়।

১০.৪.৪ ক্রমিক মূল্যায়নের সমস্যা (Problems of Formative Evaluation) ঃ

ক্রমিক মূল্যায়ন কিন্তু ত্রুটি মুক্ত নয়। এরও কিছু সমস্যা রয়েছে। এগুলি হল—

(১) ক্রমিক মূল্যায়নের সাহায্যে কোন পাঠক্রমের চূড়ান্ত রূপ দিতে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন।

(২) ক্রমিক মূল্যায়নের জন্য বিভিন্ন ধরনের লোকজন, বিশেজ্ঞরা, জনসাধারণ ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান অংশীদার হওয়ায় এটি একটি দীর্ঘকালীন ব্যয় বহুল প্রচেষ্টা।

(৩) ক্রমিক মূল্যায়নে মতভেদের জন্য মূল্যায়নের প্রগতি ব্যাহত হয়।

(৪) ক্রমিক মূল্যায়ন দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়া হওয়ায় অনেক সময় চূড়ান্ত রূপ নেবার আগেই পাঠক্রমের উপযোগিতা ও গুরুত্ব কমে যায়।

(৫) যারা পাঠক্রমে রচনা করেন তাদের হাতে পরিকাঠামো বা শিক্ষকের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা না থাকায় মূল্যায়নের নির্দেশনাগুলির বাস্তব রূপে অনেক ক্ষেত্রে সম্ভব নয়।

১০.৪.৫ অন্তিম মূল্যায়ন (Summative Evaluation) ঃ

এই ধরনের মূল্যায়ন পাঠক্রম চলাকালীন হয়। পাঠক্রম প্রয়োগ করার পর ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা শেষে যে মূল্যায়ন হয় তাকেই বলা হয় অন্তিম মূল্যায়ন। আক্ষরিক অর্থে এটি একটি সামগ্রিক পরিস্থিতির প্রতিফলন। ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতিক্রিয়া, পঠন-পাঠনের মান, অসুবিধা, সুবিধে এসবের প্রতিফলন ঘটে। পাঠক্রমে অন্তিম মূল্যায়নের উদ্দেশ্য নিম্নরূপ—

(১) পাঠক্রম ও তার অন্তর্গত বিষয়বস্তু যে স্তর বা ক্লাসের জন্য নির্বাচিত তা যথার্থ কি-না। শিক্ষার্থীর চূড়ান্ত ফলাফল ও পঠন-পাঠনের সময় শিক্ষকের অভিজ্ঞতা বিষয়টি জানতে সাহায্য করে।

(২) পাঠক্রমের সময় সীমা যা নির্দিষ্ট করা আছে তা উপযুক্ত কি না তা অন্তিম মূল্যায়নে অনুধান করা যায়।

(৩) পাঠক্রমটি ছাত্রছাত্রীদের চাহিদা মাফিক হয়েছে কিনা তা জানা যায়।

(৪) পাঠক্রমের বিষয়বস্তু শিক্ষার চূড়ান্ত লক্ষ্যের সাথে তাৎক্ষণিক লক্ষ্যের সঠিক যোগাযোগ ঘটাতে পারে কি-না।

(৫) শিক্ষা পূর্ববর্তী স্তরের সাথে পরবর্তী স্তরে সাহায্য বজায়ে পাঠক্রম সহায়তা করতে কতটা পারবে তা জানা যাবে।

১০.৪.৬ অন্তিম মূল্যায়নের সুবিধা (Adventage of Summative Evaluation) ঃ

(১) অন্তিম মূল্যায়নের সময় ও অর্থ কম খরচ হয়।

(২) শিক্ষক বা যেহেতু পরিবেশ অন্তিম মূল্যায়ন করতে পারেন তাই এর জটিলতা অনেক কম।

(৩) অন্তিম মূল্যায়নের মাধ্যমে পাঠক্রমের ত্রুটি, অসম্পূর্ণতা, সম্পূর্ণতা এক যোগে ধারণা পাওয়া যায়।

(৪) পঠন-পাঠনে যুক্ত শিক্ষক-শিক্ষিকারা অন্তিম মূল্যায়নে যুক্ত থাকবে। এই মূল্যায়নের গ্রহণযোগ্যতা ও নির্ভরতা অনেক বেশি।

(৫) অন্তিম মূল্যায়ন তথ্য নির্ভর মূল্যায়ন। এটা নিছক যুক্তি নির্ভর অনুমান প্রক্রিয়া নয়।

(৬) অন্তিম মূল্যায়নের পর যদি বৃত্তি বা কোন বিশেষ পাঠক্রম শুরু হয় তা হলে অন্তিম মূল্যায়নের ফলাফল পর্যবেক্ষণ করা সহজ।

১০.৪.৭ অন্তিম মূল্যায়নের অসুবিধা (Disadvantages of Summative Evaluation) ঃ

অন্তিম মূল্যায়নের সুবিধার সাথে সাথে অসুবিধেও পরিলক্ষিত হয়। এগুলো হল—

(১) একবার পাঠক্রম শুরু হয়ে গেলে অন্তিম মূল্যায়নের প্রেক্ষিতে পরিবর্তন করা কার্যতঃ প্রায় সম্ভব হয়ে ওঠে না। যদি—পাঠক্রমটি একযোগে অনেক প্রতিষ্ঠান, অনেক ছাত্রছাত্রী যুক্ত থাকলে অন্তিম মূল্যায়নের পরিপ্রেক্ষিতে পরিবর্তন করতে নানা সমস্যার সৃষ্টি হয়।

(২) শিক্ষকদের যোগ্যতা, নিষ্ঠা ও সততার উপর বেশির ভাগ সময় পাঠক্রমের প্রয়োগের যথার্থতা নির্ভর করে। সুতরাং শিক্ষকের উপরোক্ত গুণাগুণের ঘাটতি থাকলে অন্তিম মূল্যায়নের ফলাফল নির্ভর করবে।

(৩) অন্তিম মূল্যায়নের ফলাফল ছাত্রদের বুদ্ধি, আগ্রহ, প্রেষণা ইত্যাদির উপর নির্ভর করে।

(৪) পরীক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটির জন্য অনেক ক্ষেত্রে অন্তিম মূল্যায়নের ফলাফল বিঘ্নিত হয় ও তার যথার্থতা সঠিক হতে পারে না।

১০.৫ উপসংহার (Conclusion)

পাঠক্রমের কার্যকারিতা পরীক্ষা করার জন্য মূল্যায়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই মূল্যায়ন ধারাবাহিকভাবে বা অন্তিম কালেও হতে পারে। এই দুই মূল্যায়ন পদ্ধতির যেমন সুবিধে রয়েছে তেমনি অসুবিধাও রয়েছে। মূল্যায়নের ত্রুটি দূর করার উদ্দেশ্য, ক্রমাগত উন্নয়ন সাধনের লক্ষ্যে ক্রমিক ও অন্তিম মূল্যায়ন উভয় প্রকার মূল্যায়নের প্রয়োজন অনুভব করা হয়ে থাকে।

১০.৬ প্রশ্নাবলি (Questions)

রচনাধর্মী প্রশ্ন (Eassay type Questions)

১। পাঠক্রমের মূল্যায়ন বলতে কী বোঝায়? মূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করুন। মূল্যায়নের বিভিন্ন ধাপগুলি আলোচনা করুন।

২। পাঠক্রমের মূল্যায়নের প্রকারভেদ নিয়ে আলোচনা করুন।

৩। পাঠক্রমের ক্রমিক ধারাবাহিক ও অন্তিম মূল্যায়ন সম্বন্ধে আলোচনা করুন।

৪। ধারাবাহিক বা ক্রমিক মূল্যায়ন বলতে কী বোঝায়? এই মূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তা বা গুরুত্ব কতখানি? ক্রমিক মূল্যায়নের সুবিধে ও অসুবিধে নিয়ে আলোচনা করুন।

৫। ক্রমিক ও অন্তিম মূল্যায়নের মূল পার্থক্য কী? অন্তিম মূল্যায়নের সুবিধে ও অসুবিধে নিয়ে আলোচনা করুন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন (Short Questions)

১। ক্রমিক মূল্যায়নের গুরুত্ব।

২। ক্রমিক মূল্যায়নের সমস্যা।

৩। অন্তিম মূল্যায়ন।

৪। পাঠক্রমের মূল্যায়ন।

৫। পাঠক্রমের মূল্যায়নের ধাপ।